গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের আওতাধীন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির "শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন" এর ব্যবহারের নীতিমালা

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের আওতাধীন কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির গ্রন্থাগার সেবা কার্যক্রমের পাশাপাশি গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম এবং শিক্ষামূলক সুস্থ সংস্কৃতি চর্চায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে গণগ্রন্থাগার ক্যাম্পাসে ১৯৮৪ সালে মিলনায়তনটি তৈরী করা হয়। এটি বর্তমানে "শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন" নামে পরিচিত। কোন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে সৃষ্টি নয় বিধায় এবং গ্রন্থাগারের সামগ্রিক শিক্ষামূলক ও পাঠ পরিবেশ সুষ্ঠু রাখার স্বার্থে মিলনায়তনটির ব্যবহার কিছু শর্তাদি পালন সাপেক্ষে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ঃ

(ক) শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজ উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানাদির জন্য ।

(খ) গ্রন্থ বা শ্রবণ-দর্শন সামগ্রীর প্রকাশনা উৎসবের জন্য ।

(গ) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানের জন্য

(ঘ) গ্রন্থ, গ্রন্থাগার বা সংশিণ্টষ্ট অন্যান্য বিষয়াদির উপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কসপ, মহৎ ও স্মরণীয় ব্যক্তির স্মরণে আলোচনা, বিশেষ স্মরণীয় বা তাৎপর্যপূর্ণ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা, নাটক, সঙ্গীতানুষ্ঠান, আবৃত্তি অনুষ্ঠান, বিনোদনমূলক ম্যাজিক অনুষ্ঠান, বিভিন্ন আন্ড়র্জাতিক সংস্থার বিশেষ অনুষ্ঠান, প্রামান্য-চলচিচত্র (Documentary Film), সৃজনশীল চলচিচত্র (Art Film) প্রদর্শনী ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য।

শর্তাদি

১. বেসরকারী উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের ক্ষেত্রে কোন বিদেশী শিল্পীর অংশগ্রহণের সম্ভাবনা থাকলে মিলনায়তন ভাড়া নেয়ার প বে এ বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি থাকতে হবে।

২. কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিতর্কমূলক অনুষ্ঠানাদির জন্য মিলনায়তন বরাদ্দ দেয়া হবে না।

৩. কোনরূপ ব্যান্ডশো জাতীয় অনুষ্ঠানের জন্য মিলনায়তন বরাদ্দ দেয়া হবে না। এছাড়াও মিলনায়তনে পরিবেশিত অনুষ্ঠানে কোন ধরনের অশালীন, উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এমন অন্য কোন সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় বা ধারা বর্ণনা করা যাবে না।

৪. আয়োজক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রির জন্য গ্রন্থাগার চত্বরে কোনরূপ কাউন্টার খোলা বা কোনভাবে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা করা যাবে না ।

৫. নাটক বা চলচিচত্র প্রদর্শনীর জন্য মিলনায়তন বরাদ্দের ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র / অনুমতিপত্র থাকতে হবে।

৬. মিলনায়তন ভাড়ার হার নিম্নরূপ ঃ

ক) পুর্নদিবসের (সকাল ৯.০০ টা থেকে রাত ৯.০০টা) জন্য ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা এবং অর্ধদিবসের (সকাল ৮.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা অথবা বিকাল ৩.০০ টা থেকে রাত ৯.০০টা) জন্য ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা। এছাড়া সরকারী নিয়মানুযায়ী ভ্যাট ও অন্যান্য চার্জ ভাড়া গ্রহীতাকে বহন করতে হবে।

(খ) নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত সময় মিলনায়তন ব্যবহার করলে প্রতি ঘন্টার জন্য ১,০০০/-(এক হাজার) টাকা হারে অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করতে হবে। উক্ত অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে পরিশোধ করা না হলে জামানতের অর্থ হতে কর্তন করা হবে।

৭. মিলনায়তন বরাদ্দ পাওয়ার জন্য গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ বরাবরে বিভিন্ন শর্ত সম্বলিত অত্র অধিদপ্তরের নির্ধারিত ফরমে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে পরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর-এর নামে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা যে কোন তফসিলি ব্যাংক থেকে ব্যাংক ড্রাফট / পে-অর্ডার-এর মাধ্যমে জামানত (ফেরতযোগ্য) হিসেবে জমা দিতে হবে। জামানতসহ লিখিত আবেদন ছাড়া মিলনায়তনের কোন বুকিং গ্রহণ করা হবে না । এক বছরের পুরাতন ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার সংযুক্ত আবেদন বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।

৮. আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর মিলনায়তন খালি থাকা এবং নীতিমালার অপরাপর শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত ছকে বরাদ্দপত্র জারী করা হবে।

৯. অন ষ্ঠানের কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে বা বিশেষ ক্ষেত্রে বরাদ্দপত্রে উলেণ্ঢখিতনির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ভাড়া এবং ভ্যাটের অর্থ পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্ট-এর মাধ্যমে আলাদা আলাদাভাবে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ারের নিকট জমা দিতে হবে। অন্যথায় বরাদ্দপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। সে ক্ষেত্রে মিলনায়তন বুকিং এর সময় জামানত বাবদ ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার এর মাধ্যমে প্রদত্ত অর্থ বাজেয়াপ্ত করতঃ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হবে।

১০. মিলনায়তন ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে অনুষ্ঠানের তারিখ পরিবর্তন করা যেতে পারে। তারিখ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ১০% হারে অতিরিক্ত ভাড়া প্রদান করতে হবে। এভাবে কেবলমাত্র ১ (এক) বার অনুষ্ঠানের তারিখ পরিবর্তন করা যাবে। ভাড়ার অর্থ গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ক্যাশ শাখায় জমা থাকবে এবং অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরবর্তী ২৪ (চব্বিশ) কার্য ঘন্টার মধ্যে ভাড়ার অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে।

১১. কোন কারণে ভাড়া গ্রহীতা (বরাদ্দপ্রাপ্ত) কর্তৃক অনুষ্ঠান বাতিল করতে হলে ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টা পূর্বে বাতিলের ক্ষেত্রে ভাড়ার জন্য জমাকৃত অর্থের ২০%, ৪৮ ঘন্টা পূর্বে বাতিলের ক্ষেত্রে ৫০% এবং ২৪ ঘন্টা পূর্বে অনুষ্ঠান বাতিলের ক্ষেত্রে ৭৫% কর্তন করা হবে এবং অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত তারিখ ও সময় অতিক্রান্ড় হলে যথা নিয়মে ভাড়ার সম্পূর্ণ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা হবে।

১২. মিলনায়তন ব্যবহারকালীন সময়ে মিলনায়তনের কোন ক্ষতিসাধিত হলে ভাড়া গ্রহীতা সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবেন। কোনরূপ ক্ষয়ক্ষতি না হলে জামানতের অর্থ অনুষ্ঠানের পর যে কোন কার্যদিবসে দরখাস্ড়ের মাধ্যমে ফেরত নেয়া যাবে।

১৩. মিলনায়তন বলতে শুধুমাত্র মিলনায়তনটিকেই বুঝাবে, কোন অবস্থাতেই মিলনায়তনের বাহিরে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে কোনরূপ প্যান্ডেল বা ছাউনি তৈরী, রান্না বা খাওয়ার ব্যবস্থা, মাইক ব্যবহার ইত্যাদি করা যাবে না।

১৪. অনুষ্ঠান চলাকালে মিলনায়তন বা তার আশে পাশে শান্ড়িশৃংখলা বজায় রাখার দায়িত্ব ভাড়া গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের।

১৫. গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী হবে না।

১৬. বাহির থেকে কোন ধরণের শব্দযন্ত্র ও আলোকসজ্জা ব্যবহার করা যাবে না।

১৭. মিলনায়তনে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধার অতিরিক্ত কোন সুযোগ সুবিধা দাবী করা যাবে না।

১৮. কেবলমাত্র গ্রন্থ, গ্রন্থাগার, গ্রন্থ প্রকাশনা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত কোন সম্মেলন, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, মহৎ স্মরণীয় ব্যক্তির স্মরণে আলোচনা, বিশেষ স্মরণীয় বা তাৎপর্যপূর্ণ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা, সৃজনশীল নাটক, মুক্তিযুদ্ধ ও দেশীয় ঐতিহ্যভিত্তিক সংগীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আবৃত্তি অনুষ্ঠান, প্রামান্য চলচিচত্র (Documentary Film) এবং সৃজনশীল চলচিচত্র (Art Film) প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষ বিবেচনায় ভাড়া সর্বোচচ ৫০% পর্যন্ড় হ্রাস করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে পরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর রেয়াত/হ্রাসকৃত ভাড়া কার্যকর করবেন এবং সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অবহিত রাখবেন। তবে বানিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত কোন সেমিনার, ওয়ার্কশপ কিংবা অনুষ্ঠান ইত্যাদির জন্য এই রেয়াত/হ্রাসকৃত ভাড়া প্রযোজ্য হবে না।

১৯. গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর বা সরকারী কোন অনুষ্ঠান থাকলে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানকে মিলনায়তন বরাদ্দ দেয়া হবে না। কোন প্রতিষ্ঠানকে পূর্বে বরাদ্দ দেয়া হলেও তা বাতিল করার ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন। এক্ষেত্রে পূর্বে বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কোন আপত্তি কিংবা ক্ষতিপূরণ দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না।

২০. বিশেষ ক্ষেত্রে মিলনায়তনের ভাড়া মওকুফ করার ক্ষমতা একমাত্র সংশিণ্টষ্ট মন্ত্রণালয় সংরক্ষণ করেন।

২১. বিশেষ ক্ষেত্রে মিলনায়তনের ভাড়া মওকুফ করা হলেও সেক্ষেত্রে সংশিণ্টষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বিদ্যুৎ, পানি ও অন্যান্য ব্যয় বাবদ প ণর্দিবসের জন্য ৫,০০০/ (পাঁচ হাজার) টাকা এবং অর্ধদিবসের জন্য ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা যে কোন তফসিলি ব্যাংক থেকে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার-এর মাধ্যমে সার্ভিস চার্জ বাবদ পরিচালক, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর বরাবরে প্রদান করতে হবে।

২২. বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন এবং আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ভাড়া ৬,০০০/- (ছয় হাজার) টাকা ও সরকারী নিয়মানুযায়ী ভ্যাট-এর টাকা আলাদা আলাদাভাবে পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্টের মাধ্যমে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ারের নিকট জমা দিতে হবে।

২৩. শুধুমাত্র আন্ড়র্জাতিক পর্যায়ের অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৪ (চার) মাস পূর্বে এবং জাতীয় বা স্থানীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে ২ (দুই) মাস পূর্বে মিলনায়তন বুকিং দেয়া যাবে।

২৪. স্থানীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একটি সংগঠনের নামে একাধারে ৭ (সাত) দিনের বেশী মিলনায়তন বুকিং দেয়া যাবে না। ইহা কোন সরকারী বা আধা সরকারী সংস্থার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

২৫. মিলনায়তন বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান/সংস্থার এখতিয়ার বহির্ভূত কোন দৈব দূর্বিপাক, রাজনৈতিক বা সামাজিক অচলাবস্থা ইত্যাদি অনিবার্য কারণে নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠান করা সম্ভব না হলে সে ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানকে কোন খেসারত/জরিমানা দিতে হবে না।

২৬. কোন ভাড়া গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এ নীতিমালার শর্তাদির ব্যতিক্রম কোন ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে কিংবা শর্তাদির পরিপন্থি কোন কাজ করলে কর্তৃপক্ষ জামানত বাজেয়াপ্তসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

২৭. অনুষ্ঠানের জন্য নির্ধারিত তারিখ অতিক্রান্ড় হওয়ার পর সরকারী বিধি মোতাবেক ভাড়া/জরিমানা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ যথানিয়মে সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে।

২৮. মিলনায়তন বরাদ্দ দেয়া কিংবা না দেয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন। প্রয়োজন হলে বরাদ্দ দেয়ার পরও কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় মিলনায়তন ভাড়ার অনুমতি বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। সে ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহীতা কোন আপত্তি বা ক্ষতিপ রণ দাবী করতে পারবেন না।

(মোঃ আবদুল কাইয়ুম)
সচিব